যেভাবে ভাষান্তর

তাপস রায়

সবাই কথা বলছে, তার নিজের কথা, নিজের ভাষা
বৃক্ষ পাথর নদী মাটি আকাশ তারা—সবাই বলছে
শুধু মানুষ দাঁড়িয়ে ময়না, শেখানো বর্ণ উগরে কোলাহল
বনের পাখিটির খসে পড়া পালকে যে রোমহর্ষগাথা
তাও বর্ষা সংগীত হয়ে ফসলের জ্বলজ্বল উত্তেজনা ভরে

জীবন জুড়ে এক একটা অ্যাসাইলাম, আর সকল আশ্রিতা
কুলুঙ্গি থেকে খ্যাপা প্রদীপটি পেড়ে প্রতিদিন উস্‌কে তোলে জ্বর
গ্যালারির রক্তপাতের ভেতর কোনো ছবি পাখির দু'ডানা নিয়েও
অন্ধ পুরুষকারের কথা পাড়লে বুক কাঁপতে থাকে, কাহিনি নড়ে না
রোদ্দুরসংলগ্ন ওই কিশোরীকে, ফলে, চুপি চুপি টিপ্‌স দাও

ওড টু পলিটিক্স

অলোক বিশ্বাস

তব দেখা পাই জলপাই থেকে আরশি নগর। এবং শিরোনাম সাদা দরজায় পথ চলতি হরফে। জানালা থেকে বারান্দায় মূর্ত বিমূর্ত হয়ে ঘোষিত উল্লাসানো। বসে পড়ছে অনিচ্ছুকের মাথার উপর, যদিও গানের ঊষাপাখি শিকারী পাখি হয়ে যায় কোনো সন্ধ্যায় কোনো চরম বাক্যে। সত্যকে কার্তুজে প্রমাণ করতে চাওয়া টেবিল ও নিরাপত্তার পায়া ভাঙে। তেলের বাটি ও সবজিতে তোমার টায়রান্ট রার্তা, তথাপি মশলার কৌটোয় বা স্নানের জলে ভেসে থাকা লাশ আপাত মিছিলের

উড়ে চলা পালকেরা খণ্ড রোদে বিখণ্ড জলে, সীমানায় বেহুঁশ ও দলবদলের অশ্লীল অক্ষরে। ঊষা থেকে গোধূলির অবিশ্রান্ত সেলুলয়েডে নিজে র‍্যাগড হতে হতে এবং র‍্যাগড করে দেওয়ার রক্ত ও ভাষণের দেশান্তরে রঙান্তরে। অম্লান আঁচড়গুলি পড়ে কেঁদে পথ বাহির করি পথের এবং সন্ত্রাস পাল্টে ফেলা লেজগুলি শিহরানো শ্যামল ও শামলীরা

তোমার জামা সেলাই করে দিচ্ছি মোরা, প্যান্ট সেলাই করে দিচ্ছি নামক জনতা। আর আমাদের প্রশ্নসকল ততোধিক লাল ততোধিক কালো করছে তোমার পোলিওটিক্স। প্রোফাইল দাপাচ্ছে নাভি ও লিভারের হৃদয়ের ফ্রিকোয়েন্সি উল্টেপাল্টে। তোমার জয় পরাজয়ে আমাদের শ্বাস - প্রশ্বাস খুলে পড়ছে। আলোয় অহম দেখে অনন্ত বন্দীশালার ভোকাবুলারি দেখে হাইব্রিড হয়ে আছে এমন রাজা এমন নীতি